জাগো২৪

বিধান নগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডের ভাল-মন্দ বার্তা

www.jago24.in | তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জুন ২০২৪, জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় ১৪৩১ | www.jago24.in

কেষ্টপুরে প্রথম ড্রপটিং পাম্পিং স্টেশন '২৪শে'

৭ নং অঞ্চলে ২৪ নম্বর ওয়ার্ড সহ সমগ্র অঞ্চলের সুবিধার্থে, যে ড্রপটিং পাম্পিং স্টেশন তৈরি হচ্ছে, তার নির্মাণ কার্য খতিয়ে দেখতে পৌরপিতা হাজির ছিলেন ৭ নং খেয়াঘাট অঞ্চলের উক্ত জায়গায়। এর সাথে তিনি এলাকার সমগ্র মানুষজনকে জানালেন, এই পাম্পিং স্টেশন তৈরির উপকারিতা সম্পর্কে। তিনি আরও জানালেন যে, কেষ্টপুরে এই প্রথম পাম্পিং স্টেশন যেটা ২৪ নং ওয়ার্ডে। অতি শীঘ্রই তিনি তা শুভ উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষকে উপহার দেবেন।

মডেল ওয়ার্ডের রূপকার

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে গীতাঞ্জলি পথের মুখ্যদ্বারে ডঃ অপূর্ব মুখার্জীর বাড়ির সামনে চলছে ঢাকা দেওয়া নর্দমা তৈরির কাজ। এই ঢাকা দেওয়া নর্দমা হওয়ার ফলে নর্দমার মধ্যে যে ময়লা ফেলা হতো এবং নিকাশি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতো সেটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় নর্দমা দিয়ে জল অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নিকাশী নালার মাধ্যমে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফলে বর্ষাকালে কোথাও জল দাঁড়াতে পারছে না।

সম্পাদকীয় কলমে

মানুষের বাজার

-- অতি প্রবল সাইক্লোন রিমেল আছড়ে পড়েছে খানিকটা আগেই। সাগর আর খেপুপাড়ার মাঝে। ক্যানিং থেকে ৭০ কিমি উত্তর পূর্বে আর মংলা থেকে ৩০ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে। আছড়ে পড়ার সময় তার গতিবেগ ছিল প্রায় ১১০-১২০ কিমি প্রতি ঘন্টা। আমি রীতিমতো চিৎকার করে কথা বলছি। আপনারা বাতাসের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন। আবার বলছি, আছড়ে পড়েছে সাইক্লোন রিমেল। ভয়ঙ্কর অবস্থা। চতুর্দিকে যথেচ্ছ গাছপালা উপড়ে পড়েছে। অতি ভারী বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে চারপাশ। আমরা এখন আছি বাসন্তী পেরিয়ে গদখালী ঘাটের পাড়ে। উত্তাল বিদ্যা নদীর আওয়াজ আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। এখানে আলো প্রায় নেই বলেই নদীর ঢেউ আপনাদের দেখাতে পারছি না। তবুও আমরা চেষ্টা করছি ক্যামেরায়। একটু চেষ্টা করলে বুঝতে পারবেন ঐ ওপাশে বালি দ্বীপ আর গোসাবা বিপর্যস্ত। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে মিনিটে মিনিটে আপনাদের কাছে ঝড়ের খবর পৌঁছে দিচ্ছি আমরা। এখন আমাদের সাথে আছেন এখানকার বাসিন্দা হারাধন মন্ডল। ঝড়ের কবলে নদী পেরোনো হয়নি ওঁর। আসুন ওঁর কাছে জেনে নিই প্রবল সাইক্লোন রিমেলের প্রভাব

-- আপনার নাম কি?

হারাধন মন্ডল

বিকেল থেকে নদী পেরোতে পারেনি। উত্তাল নদীতে ফেরি বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। বালি দ্বীপে ওর বাড়ি। দ্বীপের একদিকে দত্তা নদী আর অন্য দিকে বিদ্যা। সেই বিকেল পেরোতেই প্রবল ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়েছে এখানে। আইলা আর আম্ফানের সাথে দাঁতে দাঁত চিপে জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখা হারাধন মন্ডলের কাছে এমন ঝড় মানেই মৃত্যুর আতঙ্ক। সেই সন্ধ্যার আগে থেকেই গদখালি ফেরি ঘাটের পাকা ঘরটার মধ্যে কোনোরকমে আর পাঁচটা লোকের সাথে মাথা গুঁজে বাতাসের গর্জন শুনে শুনে আর জলের ঝাপটা খেয়ে চরম আশঙ্কায় সময় কাটাচ্ছে হারাধন। এবারে বাড়ির ছাদটা পাকা করার কথা ছিল। পেরে ওঠেনি সে। এই ঝড়ে বাঁশ আর টালির চালের কি অবস্থা কে জানে। ময়না যদি বুদ্ধি করে ছেলে মেয়ে দুটোকে নিয়ে পাশের বাড়ির কার্তিকদার ওখানে ঢুকে যায় তাহলে কিছুটা বাঁচোয়া। কার্তিকদা আম্ফানের পরেই পাকা বাড়ি তুলেছে। হারাধনকে কিছু টাকা ধার দিতে চেয়েছিল কার্তিক। লজ্জার মাথা খেতে পারেনি হারাধন। এখন মনে হচ্ছে বড্ড ভুল করে ফেলেছে। ধারটা নিলেই ছিল ভালো। বৃষ্টির জলে জামা পাজামা সব ভিজে হারাধনের। পেটে দানা পড়েনি সকালের পর থেকে। পেট নেতিয়ে গেছে, চুলগুলোও নেতিয়ে পড়েছে মাথায়। কাক ভেজা অবস্থা।

-- এই যে দাদা, আপনার নামটা বলুন ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে। সবাই দেখছে আপনাকে।

হারাধন থতমত খেয়ে গেল। সামনের এই মেয়েমানুষটার সাংঘাতিক মনের জোর। নইলে এমন ঝড় বৃষ্টিতে বাড়িঘর ছেড়ে এইখানে কেউ এখন মানুষের খোঁজ নিতে পড়ে থাকে? তাছাড়া সেই থেকে কামানের মতো ভারী ক্যামেরাটা প্লাষ্টিকে মুড়ে ঘাড়ে করে আরেকটা লোকও ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু আর তো কেউ নেই চারপাশে? তাহলে সবাই দেখছে বলল কেন মেয়েমানুষটা?

-- আজ্ঞে হারাধন মন্ডল।
-- খুব ভালো। ওঁর নাম হারাধন মন্ডল। তা কোথায় থাকেন আপনি?
-- আজ্ঞে বাড়ি।
-- না না, সে ঠিক আছে। আমরা জানতে চাইছি এই ভয়ঙ্কর সাইক্লোন রিমেলে আপনি তো এখানে আটকে পড়েছেন। তা এখন কোথায় যাবেন বলে ভেবেছেন?
-- বাড়ি যাব।
-- আরে হারাধন বাবু, সেটাই সবাই জানতে চাইছে। আপনার বাড়িটা কোথায়?
-- বালি দ্বীপে। সোনামুখী গ্রাম।
-- কে কে আছে বাড়িতে? একটু বিস্তারিত বলবেন। সবাই আপনার কথা শুনছেন।
-- ছেলে একটা, মেয়ে একটা, বৌ একটা, গরু দুটো, বাছুর দুটো, ছাগল দুটো, মুরগি তিনটে, হাঁস তিনটে..
-- ঠিক আছে, ঠিক আছে। হারাধন বাবুর কাছে এবারে আমাদের সব থেকে আসল প্রশ্নটা শুনে নিই। তা হারাধন বাবু, আপনি এই প্রবল ঘূর্ণিঝড় রিমেল কেমন দেখছেন? কি উপলব্ধি হচ্ছে ঝড়ের তান্ডবের মধ্যে বাড়ি না ফিরতে পেরে নদীর ঘাটে এইখানে রাত কাটাতে গিয়ে? কতটা বিপর্যস্ত আপনি? একটু চেঁচিয়ে বলবেন। হাওয়ার শব্দ খুব। নইলে দর্শক শুনতে পাবেন না।

(দ্বিতীয়)

-- এই শুনছো, কমলামাসি তো আসবে না। বলল, এর মধ্যেই নাকি ঝড়বৃষ্টিতে ওর ঘরে জল থৈ থৈ করছে। সত্যি মিথ্যে জানিনা। কিন্তু সকালের খাবার কি হবে?
-- দাঁড়াও একটু। এখানে রিমেল নিয়ে কথা হচ্ছে। একেবারে সাইক্লোনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ক্লায়েন্ট আর আঙ্কার। কি হচ্ছে লোকটার মনের মধ্যে শুনে দেখি।
-- এইতো তুমি ক্রিকেট ফাইনাল দেখছিলে। এখন আবার ওটা বাদ দিয়ে এটা কেন? আমি সিরিজ দেখলেই তো তোমার মেজাজ খারাপ হয়।
-- আরে ধুর। একপেশে খেলা। একটুও চার্ম নেই। কলকাতা জিতে গেছে। এখন এই লোকটা কি বলছে শোনো।

কে এ?

সুন্দরবনের লোক। হরিসাধন না কি যেন বলল নাম। ওদিকেই তো সাইক্লোনটা ভেঙেছে। কিন্তু, এখানেও বেশ ভালোই ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে তো। তাহলে ভাবো একবার, ওদিকে রিমেল কি খেলা দেখাচ্ছে!

তুমি দেখ ঐ খেলা। রান্নাঘরে কি খেলা হবে কাল সকালে সেটা কি বুঝবে কখনো? প্রত্যেক বছরই তো এখন তোমার ঐ আই পি এল ফাইনালের মতো ওরকম করে ঘূর্ণিঝড় আসছে। একই জিনিস দেখতে কি সবসময় ভালো লাগে? একঘেঁয়ে হয়ে যায় না? কাল অতসীর বার্থডে পার্টিতে যাবার কথা। এইরকম বর্ষা হলে সব কেলো। সেটা কি ভেবেছ? সবই তো আমার চিন্তা।

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

বিজন আলোয়

পৌরপিতা
শ্রী মনীষ মুখার্জীর
"আমার কথা"
শিশু শিক্ষা

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কয়েকটি পরিবার মিলে সমাজ গড়ে ওঠে। সংসার জীবনে মাতাপিতার চাওয়া - সুস্থ সুন্দরভাবে সংসারধর্ম ফুলেফলে বৃদ্ধি করা। তাই শিশুর জন্ম প্রত্যেক পরিবারের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। শিশুর জন্ম পরিবারের প্রাণকেন্দ্র, আনন্দদায়ক এবং পরিপূর্ণতা বলা চলে। আর পরিবারের মা-বাবা তাদের সন্তানসন্ততিদের নিয়ে আনন্দে জীবনকে উপভোগ করে থাকে। প্রত্যেক মা-বাবা চায় তাদের সন্তানেরা আদর্শবান মানুষ বা ভালো মানুষ হয়ে জীবন গঠন করবে। সন্তানের আদর্শময় জীবন যাপনের জন্য শিশুকাল থেকে ধর্ম শিক্ষা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন। সাধারণত, দেশের প্রচলিত নিয়মে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ আসা থেকে ১৮ বছরের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সময়কালকে শিশুকাল বলা হয়ে থাকে। শিশু, কিশোর, তরুণ, যুব, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ এভাবে মানবজীবনের প্রতিটি স্তরকে ভাগ করা যায়। পরিবারই মানব শিশুর প্রথম ও প্রধান পাঠশালা। পরিবারে মাতা-পিতার দায়িত্বে ও স্নেহের বন্ধনে একজন ছোট্ট স্বর্গীয়, পবিত্র ও নিষ্পাপ শিশুকে পরম মমতায়, আদরে ও ভালোবাসায় সত্য, সুন্দর ও নির্মলভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সর্বোতভাবে থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষা হলো মানুষের ইতিবাচক পরিবর্তন। যে শিক্ষা মানুষের মনোজগত উন্নত করে, বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান প্রবৃদ্ধি করে, সৃজনশীল বিকাশ সাধন করে। সর্বোপরি মনুষ্যত্ব বা মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন আদর্শ মানুষ হিসাবে নিজেকে গঠন করাকেই বলা হয় প্রকৃত শিক্ষা। একজন মানবশিশু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রয়োজনে নানাভাবে প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক ও বহুমাত্রিক যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তব শিক্ষা লাভ করে থাকে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে, 'মানব জীবন লাভ করা অতীব দুর্লভ'। আবার, 'মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব'। এই দুর্লভ বা সেরা জীবনকে সার্থক ও অর্থবহ করতে হলে চাই আদর্শ জীবন গঠন। শিশুরা এমন আদর্শ জীবন গঠনে একমাত্র পারিবারিক বন্ধন থেকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা লাভ করে থাকে।

মানব শিশু জন্মের পর থেকে প্রথম পাঁচটা বছর যা শিখে যেমন - হাঁটা, চলা, বসা, কথা বলা, খাওয়া-দাওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, জীবন পদ্ধতি এবং আশে পাশে পরিবেশ সম্বন্ধে – সেই শিক্ষা সারা জীবনের সাথে শিশু মনে গেঁথে যায়। প্রকৃতির আলো, বাতাস, আকাশ, গাছপালা, ঝড়-বৃষ্টি, নদী-নালা, পশু-পাখি প্রভৃতি থেকেও মানব শিশু শিক্ষা লাভ করে থাকে। অর্থাৎ মায়ের কোলে শিশুর প্রথম হাতেখড়ি। ঘুম থেকে উঠা আর ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত একটা শিশুর করণীয় কর্তব্যগুলো ধাপে ধাপে মাতাপিতার কাছ থেকে আয়ত্ব করে। এতে করে পরিবারের আদর্শ - শিশুর জীবনে প্রতিফলিত হতে থাকে। মাতাপিতার সততা, সৎ চিন্তা, সুন্দর চেতনা ও উপদেশ ধীরে ধীরে শিশু মনে ধারণ করতে থাকে। পরিবারের কথা ও কাজের সমন্বয় থাকা চাই অন্যথায় শিশুর কোমলমনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তাই পরিবারের কাছ থেকে সর্বদা শিশু সততা, সৎ চিন্তা, সত্যবাদিতা, মনের উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা লাভ করে। এভাবে পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, খেলার সাথী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে নৈতিকতার শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে আর নৈতিক শিক্ষায় মানব জীবনে মূল্যবোধ জাগ্রত করে।

শিশুদের অন্তর্জগত অতি পবিত্র, নির্মল ও নির্ভেজাল প্রশান্তময় অবস্থায় বিরাজমান থাকে। তাদের সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনে যেই শিক্ষা দেওয়া হোক না কেন তা আনন্দ মনে গ্রহণ করে এবং মনোজগতে সহজে ধারণ করতে পারে। তাই জীবনের প্রারম্ভে শিশুকাল থেকে নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। সাধারণত দার্শনিকদের মতে,'নৈতিকতা ধর্মের উপর নির্ভরশীল'। তাই শিশু বয়স থেকে স্ব স্ব ধর্মীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীতিকথার সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে।

এতে করে প্রতিটি শিশু স্বতন্ত্রভাবে বেড়ে উঠবে এবং তাদের প্রাত্যহিক জীবনচরিতে সদাচার, শিষ্টাচার, ন্যায় পরায়ণতা, আদর্শবানতা, বিনয়ী, নম্রতা, ভদ্রতা ও মৈত্রীপরায়ণতা পরিলক্ষিত হবে। এভাবে পিতামাতা তাদের আদরের পুত্রকন্যাকে নেতিবাচক কাজ থেকে বিরত রেখে সর্বদা ভালো কাজের আদেশ, উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করে ধর্মীয় আদর্শে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। শিশুকাল থেকে এমন ধর্মীয় বাতাবরণে প্রত্যেকের অন্তর্জগতে উন্নত মানসিক চিত্ত তৈরী হবে। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাপীঠেও শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মিত পড়ালেখায় মনোযোগী হয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে।

পড়ালেখার পাশাপাশি অন্যান্য সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে ছবি আঁকা, গান শেখা, নাচ করা, আবৃত্তি, নাটক ও খেলাধুলার প্রতিও আগ্রহী করে তুলতে হবে। বিদ্যালয়, সংগঠন, ক্লাব, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত যে কোনও ছোটবড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে শিশুদের মননশীলতা বিকাশে সংস্কৃতি কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের মানসিক বিকাশ সাধনে মাতাপিতা, শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের ভূমিকা অপরিসীম। এভাবে আজকের নতুন প্রজন্ম নৈতিক মূল্যবোধে জাগ্রত হয়ে আগামী দিনের ভারতবর্ষের স্মার্ট সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলতে চাই, সুখী দেশ হিসাবে খ্যাত দক্ষিণ এশিয়ার ছোট্ট পাহাড়ী রাজতন্ত্র বিশ্বের ১৩৩তম ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ভুটান সত্যবাদিতার জন্য প্রশংসনীয়। কারো কোনও দ্রব্য অনুমতি ব্যতীত ধরে না। প্রতিটি শিশুকে পারিবারিক আদর্শে ও ধর্মীয় শিক্ষালয়ে পাঠদান করা হয়। এভাবে শিশুরা পারিবারিক আদর্শে মানবতাসম্পন্ন নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হবে। তাই শিশু মন থেকে ধার্মিকতা বা ধর্মপরায়ণ হওয়ার বীজ যথাযথভাবে বপন করতে পারলে নিঃসন্দেহে নীতিবান, আদর্শবান ও সুন্দর জীবন গঠনে মাতাপিতার অভিজাত সন্তান হয়ে দুর্লভ মনুষ্য জীবন মানবিক মূল্যবোধ, আলোকিত, সার্থক ও পূর্ণতায় ভরে উঠবে। জীবনে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সমুজ্জ্বল থাকলেই জীবন হবে সৎ, সুখী, সমৃদ্ধ, সুন্দর, নিষ্ঠাবান, দেশপ্রেমিক ও সর্বোপরি সর্বজন নন্দিত আত্মশুদ্ধির উৎকৃষ্ট মানবজীবন। আর এই উৎকৃষ্ট জীবন যাপনের জন্য শিশুকাল থেকেই নীতি নৈতিকতার শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই। তাই সকল শিশুর আদর্শ জীবন গঠনে পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

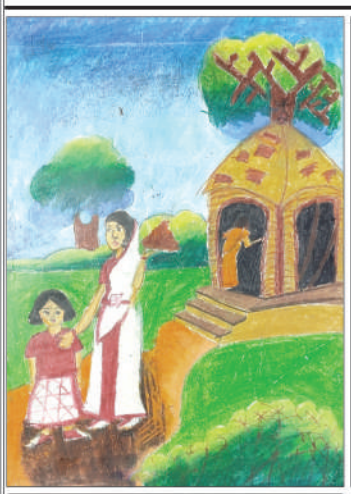

Suranjali Chakraborty
Class VI

Ratnadeep Rajbongshi
Class UKG

ডেঙ্গু প্রতিরোধে ওয়ার্ডে মশার ওষুধ স্প্রে

উন্নয়ন কর্মের খতিয়ান

পরিবেশ রক্ষায় পৌরপিতা

ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ২৪ নম্বর ওয়ার্ডকে, চার ভাগে ভাগ করে প্রতিদিন এক একটি প্রান্তে মশার ওষুধ স্প্রে করা হয়। প্রতিনিয়ত মশার ওষুধ স্প্রে করার ফলে ওয়ার্ডের প্রতিটি মানুষের বক্তব্য মশা প্রায় নেই বললেই চলে। আর বিভিন্ন ছোট বড় রাস্তায় ঢাকা নর্দমা হওয়ার ফলে কেউ নর্দমায় ময়লা ফেলতে পারছে না আর মশার জন্মের অনুকূল পরিবেশও তৈরি হতে পারছে না। সকলকে অনুরোধ নিজের বাড়ির চারপাশ সর্বদা পরিষ্কার রাখুন।

প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ এবং থার্মোকলের ব্যবহার বন্ধ করে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী এটা প্রমাণ করেছেন যে নিকাশি ব্যবস্থার সবথেকে বড় শত্রু এই দুটি জিনিষ। আজকে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি নালা-নর্দমা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ এবং থার্মোকলের ব্যবহার বন্ধ হওয়ায়। তার সাথে সাথে কনজারভেন্সি কর্মীরা প্রতিদিন ২৪ এর বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তা ঝাঁট দিয়ে পরিবেশকে পরিষ্কার রাখার গুরু দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যায় পৌরপিতা

কেষ্টপুরের প্রফুল্ল কানন বালক বৃন্দ ক্লাব এর নিকট পালিত আবাসন আয়োজিত রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যায় প্রধান অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪নং ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বালক বৃন্দ ক্লাবের সম্পাদক শ্রী মানস কুমার নন্দী সহ দেশপ্রিয় বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক শ্রী সুভাষ বসাক মহাশয়।

এবার আপনার পাড়ায় - আমরা আসছি

জনসাধারণের মনের কথা নিয়ে মানুষের মনের কোনে, মানুষের দুয়ারে জাগো ২৪ এবং সাধারণ মানুষের সাথে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর মেলবন্ধনের উদ্দেশ্যে, এলাকার প্রতিটি মানুষের খবর নেওয়ার প্রয়াসে এবং মানুষের সাথে পৌরপিতার সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং ভালোবাসা স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় জনসংযোগ যাত্রা।

২৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের ব্যবহার, যত্রতত্র বেআইনি গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং নাইট পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যে সেই নির্দেশ মেনেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমানে ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন দোকান খুলছে। সেই দোকানগুলিতে যেন কোনরকম প্লাস্টিক বা থার্মোকল ব্যবহৃত না হয়। আরো একটি বিশেষ ঘোষণা- যে সমস্ত ব্যবসাদার ভাই-বোনেরা ফুটপাতে বসে ব্যবসা করছেন তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ রাস্তার উপরে বসে ব্যবসা করবেন না এবং রাস্তায় কোনরকম ব্যবসায়িক জিনিসপত্র রাখবেন না। প্রধান রাস্তার উপর কোনরকম ভ্যান দাঁড় করিয়ে ব্যবসা করবেন না। এতে মানুষজনের এবং গাড়ি চলাচলের সমস্যা হয়। যাঁদের স্থায়ী দোকান আছে তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ ফুটপাত অথবা ঢাকা নর্দমার উপরে কোনরকম ব্যবসায়িক জিনিসপত্র রাখবেন না। অন্যথায় আমরা অহিনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব। এছাড়াও পুজা উৎসব উপলক্ষে, সমস্ত পুজা কমিটি গুলিকে জানানো হচ্ছে যে, তাঁরাও যেন কোনরকম প্লাস্টিক বা থার্মোকলের ব্যবহার না করেন। অন্যথায় আমরা কঠোর আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং জরিমানা ধার্য করতে বাধ্য হব। ওয়ার্ডের প্রতিটি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসাদার ভাই-বোনেদের কাছে অনুরোধ- আপনারা আপনাদের আশেপাশে কাউকে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বা থার্মোকল ব্যবহার করতে দেখলে অথবা বেআইনি গাড়ি পার্কিং করতে দেখলে ৯৮৭৪৪২১৪৪১/৯৬৭৪৯৬৬২৩৯/৯৮৭৪৩৩৬০৩০ এই ফোন নম্বরে আমাদের জানান। আপনাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অঞ্চলের সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সর্বোপরি অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আমাদের সহযোগিতা করুন। প্লাস্টিক এবং থার্মোকল বর্জন করুন।

মনীষ মুখার্জী, পৌরপিতা, ২৪ নম্বর ওয়ার্ড, বিধাননগর পৌর নিগম

পৌরপিতার নব রাস্তা নির্মানের অগ্রগতি

প্রগতি সংঘ থেকে সাত নম্বর অঞ্চল অবধি বিস্তৃত রাস্তা পৌরপিতা নবরূপে তৈরি করে দিচ্ছেন। সাথে উন্নত মানের নিকাশি ব্যবস্থা। এই সামগ্রিক কাজ সমাধান হলে আগামী দিনে ওই এলাকার মানুষজনদের যাতায়াতের সুবিধা এবং উন্নত নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। সেই রাস্তারই অগ্রগতি পরিদর্শন করলেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী। যে সকল কর্মী এই রাস্তার কাজ করছেন তাদের তিনি কাজের গুণগত মান কি হবে তা বোঝালেন সাথে এলাকার মানুষের সাথে কথাও বললেন।

দৃশ্যদূষন রোধে পৌরপিতা

দৃশ্যদূষন রোধ করতে পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী নিরপেক্ষ ভাবে সদা সর্বদা কাজ করে থাকেন। যেমন, নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাধা হওয়ার পর সর্বদলের হোর্ডিং ও ব্যানার তিনি সরিয়ে দিয়ে এলাকাকে আগের মতো দৃশ্যনন্দন করে দিয়েছেন তেমনিই সমগ্র ব্যবসায়িকদের অবৈধ হোর্ডিং বিভিন্ন ল্যাম্পপোষ্ট থেকে নামিয়ে দিয়েছেন। দৃশ্যদূষন রোধের ক্ষেত্রে পৌরপিতার এই কাজ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের নুমনা হয়ে থাকবে আগামীদিনে এই ২৪ নং ওয়ার্ডে।

হোক গর্জন প্লাস্টিক বর্জন

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা তথা বিধাননগর পৌরনিগমের ৪ নং বোরো চেয়ারম্যান শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের স্বপ্নের প্রকল্প "হোক গর্জন প্লাস্টিক বর্জন" আজ এক সফলতম প্রকল্প। এলাকার প্রতিটা মানুষ সাথে বাইরে থেকে যারা এই ওয়ার্ডে ব্যবসা করতে আসেন তারা সকলেই স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছে প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ, থার্মোকলের থালা, গ্লাস, বাটি, চামচ সহ অন্যান্য দ্রব্যাদি। ধন্যবাদ ২৪ এত বড় কর্মসূচীতে পৌরপিতার পাশে থাকার জন্য।

মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের মানবদরদী পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুঃস্থ মানুষদের সেবায় একটি প্রকল্পের আয়োজন করেছিলেন বিগত বছর। যার নাম মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প। সেই প্রকল্পের আওতায় প্রতিমাসে প্রায় শতাধিক দুঃস্থ মানুষকে সারা মাসের রেশন প্রদান করেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী।

জলনিকাশী ব্যাবস্থার উন্নতিতে পৌরপিতা

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে গীতাঞ্জলি পথে আর একটি প্রান্তে চলছে ঢাকা দেওয়া নর্দমা তৈরির কাজ। এই নতুন করে ঢাকা দেওয়া নর্দমা হওয়ার ফলে এলাকার মানুষ খুব খুশি এবং বর্ষাকালে যাতে জল না জমে সেই দিকে লক্ষ রেখেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন পৌরপিতা।

মা শীতলার মন্দিরে নিত্য পূজা

নবনির্মিত মা শীতলার মন্দিরে প্রতিদিন ভক্তি সহকারে নিত্য পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এলাকার সকল ভক্তিবান মানুষজন এই মন্দিরে পূজা দিয়ে যান। শ্রদ্ধা সহকারে এই মন্দিরে পুরোহিত মশাই প্রতিদিন দুবেলা মায়ের আরাধনা করে থাকেন। এলাকার সকল মানুষজনদের আবেদন যে, আপনারাও নিজেদের মাতৃ শ্রদ্ধা এই মন্দিরে এসে জানিয়ে যান।

লোকনাথ বাবার পূজায় পৌরপিতা

সংহতি গলিতে এডি - ৫০ মিত্রালয় আবাসনের শ্রীশ্রী লোকনাথ বাবার বাৎসরিক পূজার আয়োজন করেছিলেন উক্ত আবাসনের একটি পরিবার। সেই পূজায় পৌরপিতা যোগদান করে লোকনাথ বাবার প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালেন এবং পূজা ভক্তিভরে পূজাদি করলেন।

সম্পাদক
শ্রী বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী
দূরভাষ
৮৭৭৭০ ৯৮৪৫৮

কম্পোজ, গ্রাফিক্স এবং পেজ মেক-আপ
শ্রী সুদীপ্ত সেন
হোয়াট্‌স অ্যাপ
৯৮৩১৭ ৬৫২৫১ / ৯৮৩০৩ ১১৬৯৬

(আমাদের জাগো ২৪ পত্রিকায় যেকোনো ধরণের চিঠি বা বার্তা, ছবি, শিশুদের আঁকা, লেখা, ছড়া বা কবিতা পাঠাতে পারেন উপরে দেওয়া হোয়াট্‌স অ্যাপ নম্বরে)

JagoTwentyfour@ | jagotwentyfour.official | www.youtube.com/@jago24media | Jago Twentyfour

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি - ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত